দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ধীরে ধীরে ওরা বাক্সবন্দি হয়ে পড়ছে

ফাতিমা তাহসিন ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

আমাদের সময়ে ১ম-২য় শ্রেণিতে আমরা তিনটি মাত্র বই পড়তাম। বাংলা, ইংলিশ এবং গণিত। ৩য় শ্রেণি থেকে ছয়টা বই পড়তে শুরু করেছিলাম। এরপর একসময় শুরু হলো সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি।

সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো– একজন শিক্ষার্থীকে ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে এগিয়ে নেয়া, সৃজনশীল চিন্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে মেধা কাজে লাগানোর নিশ্চয়তা প্রদান।

কিন্তু এত বছরেও আমরা কি এসকল উদ্দেশ্য পূরণের কোনো প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি?

শিক্ষাব্যবস্থা 'সৃজনশীল' নামধারণ করলেও বেশিরভাগ স্কুল-কলেজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যেই পর্যাপ্ত সৃজনশীল জ্ঞানের অভাব, তারা সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তরের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না অথবা নিচ্ছেন না। অতএব, এই অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যে সৃজনশীলতার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হবে সেটা আশা করাও একরকমের সাধ্যের বাইরে গিয়ে কিছু চাওয়া!

সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য- গতানুগতিক পাঠ্যবইয়ের বাইরেও একজন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান। কিন্তু বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত নিলে শোনা যায়– তাদের শিক্ষকরা নির্দিষ্ট কোনো বই বা নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষক প্রদত্ত লেখা থেকে রচনা, ভাবসম্প্রসারণের মতো বিষয়গুলোও হুবহু মুখস্ত করতে বাধ্য করে শিক্ষার্থীদের। যার ফলে পরীক্ষার খাতায়ও একজন শিক্ষার্থী নিজের মতামত, চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে পারে না।

সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কোচিং এবং কতিপয় শিক্ষকদের ব্যবসাও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল কোচিং ও শিক্ষকরা একজন শিক্ষার্থীকে কোচিং অথবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে বাধ্য করছে, সৃজনশীলতার নামে টাকার বিনিময়ে কতগুলো শিট ধরিয়ে দিচ্ছে।

সৃজনশীলতার নামে বৃদ্ধি পাচ্ছে অসম প্রতিযোগিতা, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই একজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করছে, 'যেভাবেই হোক আমার ছেলে/মেয়ের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতেই হবে' এরকম মনোভাব থেকেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, সন্তানকে কোচিং বা প্রাইভেটে নিয়ে দৌড়াচ্ছে।

যার ফলে যেই শিক্ষার্থীর কোচিং বা শিক্ষকদের কাছে পড়ার সামর্থ্য নেই অথবা পড়ছে না সেই শিক্ষার্থীর উপর একরকমের নেতিবাচক প্রভাব পরছে এবং অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে একসময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

এখনকার বাচ্চারা ১ম-২য় শ্রেণি থেকে ৭-৮ টা বই পড়তে বাধ্য হচ্ছে। মাঝে-মধ্যে দেখা যায় ওদের পিঠের ব্যাগের ওজনের ফলে ওরা ঠিকমত হাঁটতেও পারে না! এই ৭-৮টা বই পড়তে গিয়ে ওরা না পাচ্ছে খেলার সময়, না পাচ্ছে গল্পের বই পড়ার সময়।

এর ফলে ধীরে ধীরে ওরা বাক্সবন্দি হয়ে পড়ছে।

আজকাল বিভিন্ন স্কুলে লটারির মাধ্যমে একজন ছাত্রের ভর্তি নিশ্চিত করা হয়, নটর ডেম কলেজ, সেন্ট যোসেফ কলেজ ও হলিক্রস কলেজ ছাড়া অন্য কলেজগুলোতে এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতেই একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি নেওয়া হয়।

এই ভর্তি পদ্ধতিতেও কি সৃজনশীলতার নামে একরকমের ফাঁকফোঁকর রাখা হচ্ছে না?

সৃজনশীলতার নামে যে প্রতিযোগিতা চলছে সেই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেকেই অবৈধ পথে পা বাড়াচ্ছে এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জঘন্য কাজে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হচ্ছে!

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সৃজনশীল নামধারণ করে থাকলেও আমরা এত বছরেও গতানুগতিক পাঠ্যবই এবং মুখস্তবিদ্যা থেকে নিজেদেরকে চুল পরিমাণ নাড়াতে পারিনি; বরং মুখস্তবিদ্যা আরো বাধ্যতামূলক হয়ে যাচ্ছে দিনদিন।

বয়স এবং ধারণক্ষমতার তোয়াক্কা না করে শিক্ষার্থীদের উপর পাঠ্যবইয়ের চাপ এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের উপর থেকে একরকমের মানসিক অত্যাচার থেকে দূরে রেখে তরুণ প্রজন্মকে আলোর পথ দেখানোর জন্য এখন প্রয়োজন উপর মহলের সচেতনতা, শিক্ষকদের জন্য সৃজনশীলতার উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা, অভিভাবক ও তরুণ প্রজন্মের সংশ্লিষ্টতা।

n লেখক :শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত